REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 1st June 1927. | ৩য় সংখ্যা।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী;
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ২০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত,
জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষার অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৪ সাল।

জঙ্গিপুর মাদ্রাসার পারিতোষিক বিতরণ।

—০—

জঙ্গিপুর জুনিয়র মাদ্রাসাটী স্থানীয় মাদ্রাসা কর্ত্তৃপক্ষের অদম্য যত্নে ও সরকারের আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহে সিনিয়র মাদ্রাসায় উন্নীত হইল। গত ২৯শে মে রবিবার বর্দ্ধমানের সুবিখ্যাত বক্তা ও মুসলমান নেতা মৌলবী আবুল কাশেম এম, এল, সি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত মাদ্রাসার ছাত্রগণের মধ্যে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। বেলডাঙ্গার স্বনামধন্য হাজি মহম্মদ ইউসফ সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত মাদ্রাসা গৃহের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সভায় গণ্যমান্য রাজপুরুষগণ ও স্থানীয় হিন্দু মুসলমান অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা দানকালে মৌলবী আবুল কাশেম সাহেব হিন্দু মুসলমান বিবাদ সম্পর্কে বলিয়াছেন—ইহা যেন ভিত্তিহীন বিবাদ। ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক ইহাতে নাই। বিবাদ করার জন্য বিবাদ করা। সুতরাং ইহা পরিহার করাই উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলজনক। সভাস্থলে জনৈক বক্তা হিন্দু মুসলমান সমস্যার মামলাদি মিটাইয়া দেওয়ার জন্য আমাদের বর্ত্তমান মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎসম্পর্কে মৌলবী সাহেব নাকি বলিয়াছেন যে অবশ্য যে রাজপুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করেন তিনি ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য কিন্তু ইহা স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের পক্ষে খুব গৌরবের কথা নহে। নিজেদের মধ্যে বিবাদ একজন রাজকর্ম্মচারী মিটাইয়া দিলেন আর তাহারা এতদিনের প্রতিবেশী হইয়াও আপনাদের মীমাংসা করিতে পারিল না। ইহা লজ্জার বিষয়। মৌলবী আবুল কাশেম সাহেব ও হাজি সাহেব এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হাজি মহম্মদ আয়ুব সাহেব বালিঘাটার সৈয়দ আবুল ফজল সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরদিবস সাবডিবিজনাল অফিসার মহোদয় কাশেম সাহেবকে, হাজি সাহেবকে ও স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু মুসলমান ভদ্রলোককে সান্ধ্য চা-পানে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

হারানিধি।

—০—

ধুলিয়ান এলাকার শিবতলা গ্রামের ভগবান দাস একজনের কাণকাটা অপরাধে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারে ৪ মাস শ্রীঘর বাসের আদেশ পাইয়াছিল। কয়েক দিন জেলখাটার পর একদিন প্রত্যুষে ভগবান দাস প্রহরীগণের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহার ধুলিয়ান এলাকায় বাসের সার্থকতা প্রদর্শন করিল। জেলখানায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হিন্দুস্থানী প্রহরীগণ 'আসামী ভাগল্! আসামী ভাগল্!' শব্দে চারিদিক মুখরিত করিল। জেলকর্ত্তৃপক্ষ, কেরাণী বাবু সংবাদ পাইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। ভগবান পূর্ব্ব হইতে নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি সংগ্রহ করিয়াছিল। জেল খানার অদূরে এক জঙ্গলের ধারে জাঙ্গিয়া কুর্ত্তা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ বস্ত্র পরিধান করতঃ কোন্ দিকে উধাও হইয়াছে তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না। নিকটস্থ জঙ্গল, খাল, বিল অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী প্রহরীগণ যেন—

"বাতাদে সখি কৌন্ গলিমে
গিয়া মেরী শ্যাম।
কাশীজী ঢুঁড়ি বৃন্দাবন ঢুঁড়ি
কাহে হুয়া প্রভু বাম।"

এবম্প্রকার আগ্রহে ভগবানের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতি সব সময়ে খাটেনা। ভগবান পলাইল বটে কিন্তু ধরা তো পড়িবেই বোধ হয় এই আশঙ্কায় সুশীল সুবোধ বালকের মত স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে হাজির হইয়া আর সরকার হয়রাণী করে নাই। হারাধন মিলিয়াছে। সে আবার জঙ্গিপুর জেলে আনীত হইয়াছে। জেল প্রহরীগণ নিশ্চয়ই তাহাকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

জঙ্গিপুর ফৌজদারি আদালতের হাতায় নলকূপ।

—০—

আমাদের শত সহস্র অভাবের মধ্যে পানীয় জলের অভাব সব চেয়ে সাংঘাতিক। পেট ভরে দানা না মিল্লেও আধপেটা খেয়েও লোক বাঁচে কিন্তু জল অভাবে এক দিনও বাঁচিবার উপায় নাই। আমাদের সহৃদয় বর্ত্তমান মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু চারু চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সচেষ্ট হইয়া ফৌজদারী আদালতের হাতার মধ্যে সাধারণে যাহাতে সহজে জল লইতে পারে এমন স্থানে একটী নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটিও এই ব্যাপারে ১৫০৲ দেড় শত টাকা সাহায্য করিবেন। বাকী খরচ গবর্ণমেণ্ট ও জেলাবোর্ড নিকট পাওয়া যাইবে। এই ফটিক জলের দেশে স্থানে স্থানে এইরূপ জলদানের ব্যবস্থা করিলে ভগবান তাঁহার মঙ্গল করিবেন।

কন্যাদায়ে বিপন্না ব্রাহ্মণ-বিধবা।

—০—

জঙ্গিপুরের নিকটবর্ত্তী মিঠিপুর গ্রামের মহেন্দ্রনারায়ণ পাঁড়ে নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও কয়েকটি পুত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ভদ্রলোক চাকরী করিয়া অতি কষ্টে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতেন। মরণ কালে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার একটি কন্যা অরক্ষণীয়া। জনৈক সহৃদয় ব্রাহ্মণ যুবক বিনাপণে উক্ত ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছেন। আগামী ২৪শে জ্যৈষ্ঠ দিন স্থির হইয়াছে। বিধবার নিকট এমন অর্থ নাই যে তিনি বিবাহের অন্যান্য খরচ সংকুলান করেন। যদি কাহারো কোমল প্রাণ এই দায়গ্রস্তা বিধবার জন্য কাঁদে তবে তিনি যত কম পরিমাণ সাহায্যই হউক না কেন মিঠিপুরে উক্ত পাঁড়ে মহাশয়ের বিধবা পত্নীর হাতে কিম্বা জঙ্গিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট দিলে এই বিপন্না বিধবা কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। কলিকাতা বাসী জনৈক সহৃদয় কায়স্থ ভদ্রলোকও এই বিধবার জন্য অনেকের দ্বারস্থ হইতেছেন। তাঁহার হাতে দিলেও ব্রাহ্মণ কন্যা তাহা পাইবেন।

খড়খড়ি সাঁকো।

—০—

আজ আকাশে বৃষ্টি নাই। পুকুর, নদী, নালা সব জলশূণ্য অবস্থায় শুকাইয়া খটখট করিতেছে। এই দারুণ গ্রীষ্মেও রঘুনাথগঞ্জবাসীগণ ডাঙ্গায় হাবুডুবু খাইতেছে। রঘুনাথগঞ্জ যেন একটী দ্বীপ। পূর্ব্বে যাইতে হইলে ভাগীরথীর পারাণীর পয়সা চাই। উত্তরে গুজিরপুর ঘাটের সাঁকো, পশ্চিমে খড়খড়ি সাঁকো, দক্ষিণে মোগলমারী সাঁকো, যে দিকে যাও পারাণীর পয়সা না দিয়া যাইবার উপায় নাই। চারিদিকে জলবেষ্টিত ভূখণ্ডের নাম দ্বীপ। আমাদের রঘুনাথগঞ্জ চারিদিকে জলবিহীন ঘাটের ইজারদার পরিবেষ্টিত দ্বীপ। বিনা কড়িতে বাহিরে যাইবার উপায় নাই। ইজারদারগণ যখন বহু টাকা দিয়া ঘাট কিনিয়াছেন তাঁহারাই বা পয়সা ছাড়িবেন কেন? ব্রিজ বা সাঁকো দিয়া যাতায়াত করিলেই তাঁহারা পয়সা পাইতে হকদার। খড়খড়ি নদীতে সাঁকোর উভয় পার্শ্ব দিয়া বেশ হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। গরীব দুঃখী লোকেরা সাঁকোর উপর দিয়া না গিয়া একটু কষ্ট করিয়া ডানে বা বাঁয়ে নামিয়া পারাপার করিতে পারিত। ঘাটওয়ালারা এই পারাপার করা নিবারণ করার জন্য সাঁকোর উভয় পার্শ্বস্থ জমি জেলা বোর্ডের নিকট বন্দোবস্ত লইয়া নামমাত্র ফসল বুনানি করিয়া উক্ত জমি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া সকলকেই সাঁকো দিয়া যাইতে বাধ্য করিতেছেন। জমি বন্দোবস্ত করিবার সময় জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কি এই ফন্দী বুঝিতে পারেন নাই? যদি না পারিয়া থাকেন এখন তো বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রতিকার নাই কি? যদি জেলাবোর্ডের কর্ত্তারা জানিয়া শুনিয়াও এই জুলুমের সাহায্য করিয়া থাকেন তবে "বলমা তারা দাঁড়াই কোথা?"

মানুষের দৈর্ঘ্য।

—০—

বিলাতে ১টী কুমারী দৈর্ঘ্যে ৮ ফুট ১ ইঞ্চ আছেন। শ্রীযুক্ত করুণাময় সিংহ নামক জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, রাঁচি লোহার ডাঙ্গা লাইনে টাঙ্গের বাঁশনি ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে এক গ্রামে দুই সহোদর বাস

করে। খনেয়া ও সনেয়া তাহাদের ডাক নাম তাহারা অক্লেশে ৩ মণ ও সময়ে সময়ে তদধিক দ্রব্যও বাঁকে করিয়া লইয়া যায়। তাহাদের একজন লম্বায় ১১ ফুট ১০ ইঞ্চ। প্লাটফরমের নীচে দাঁড়াইয়া অনায়াসে গাড়ীর ছাদের দ্রব্য তুলিয়া লইতে পারে। এরূপ লম্বা লোকের কথা আমরা শুনি নাই।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।
নিলামের দিন ১৫ই জুন ১৯২৭।

—০—

১৫২ খাং ডিঃ মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুর দেং আবদুল রেজাক বিশ্বাস দিং দাবি ৪৩৷৵০ পং সেরসাহাবাদ মৌজে নিজ সুরপুর ৪/০ কাত ৪৲ আঃ ৩৫৲

২২২ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং সোলেমান বিশ্বাস দাবি ১৩৷৵০ পং রুকুনপুর মৌজে বিশ্বনাথপুর ১৷০ কাত ১৸৵০ আঃ ১০৲

২২৩ খাং ডিঃ ঐ দেং দৌলৎ মণ্ডল দাবি ১৬৶০ পং রুকুনপুর মৌজে বিশ্বনাথপুর ১৷০ কাত ১৸৵০ আঃ ১০৲

২২৪ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল আজিজ বিশ্বাস দাবি ১৩৵০ পং রুকুনপুর মৌজে বিশ্বনাথপুর ১/০ কাত ১।০ আঃ ৫৲

২২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং মোকসেদ আলি বিশ্বাস দাবি ১৩৶০ পং রুকুনপুর মৌজে বিশ্বনাথপুর ১/০ কাত ১।০ আঃ ৫৲

২২৬ খাং ডিঃ ঐ দেং নিভুদ্দি মণ্ডল দাবি ১৩৶০ পং রুকুনপুর মৌজে বিশ্বনাথপুর ১/০ কাত ১।০ আঃ ৫৲

২২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল আজিজ মৌলবী দাবি ১৯৷৵০ পং রুকুনপুর মৌজে বিশ্বনাথপুর ২/০ কাত ২৷০ আঃ ১০৲

২২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং হামিদুল্যা বিশ্বাস দাবি ১৩৷৵৩ পং রুকুনপুর মৌজে বিশ্বনাথপুর ১/১ কাত ১।/০ আঃ ১০৲

১৮৬ মনি ডিঃ কুঞ্জলাল দাস দেং পণ্ডিত মণ্ডল দিং দাবি ৬১৸৶৯ পং গনকর মৌজে চকসৈদপুর ১২/১ কাত ১১৸১ আঃ ৫৩৲ দেন্দারের অর্দ্ধাংশ ৬৷০ বিঘা নিলাম হইবে।

—০—

চৌকি জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।
নিলামের দিন ১৮ই জুন ১৯২৭।

১৪৭ খাং ডিঃ মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুর দেং রেবতী মণ্ডলানী দাবি ৩৪৷৶০ পং সেরসাহাবাদ মৌজে নিজ সুরপুর ৫/০ কাত ৫৲ আঃ ২৫৲ দেন্দারের জোতস্বত্ব।

১৪৪ মনি ডিঃ অঘোরনাথ রায় দেং গোপালচন্দ্র ঘোষ দিং দাবি ৪৮৪৸৬ পং তৈক্ষক মৌজে তৈক্ষক ১১।৩৷৷ কাত ১৭৲১২৷৷ আঃ ৩০০৲

১৫৪ মর্গেজ ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেং গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ৮২৯৷৯ পং সুলতানউজিয়ান মৌজে সেনারা ২২।১৷৷ কাত ১৯।০ আঃ ৪০০৲

৩৭৮ মর্গেজ ডিঃ কুলেশচন্দ্র চৌধুরী দেং রাইবতী দাস্যা দাবি ১৬৩৮৶৬ পং রুকুনপুর মৌজে বিন্দুগ্রাম ৫৷১ কাত ৪৷৶১০ আঃ ১০০৲ ২নং লাট মৌজে বেনিয়াগ্রাম দেবত্তর মধ্যে ২/০ কাত ১৲ আঃ ৫০৲ ৩নং লাট মৌজে বিন্দুগ্রাম টালু দিয়ার ৫/৩৷০ কাত ৩৶৯ আঃ ১০০৲ ৪নং লাট মৌজে বেনিয়াগ্রাম দিয়ার ৮/০ কাত ৪৲ আঃ ৫০৲ ৫নং লাট মৌজে জোত পাইকস্তা ১/০ কাত ১।৵৯ আঃ ১৫৲ ৬নং লাট মৌজে খাজুরিয়া দিয়ার ৮/০ কাত ৩৸৶১০ আঃ ৫০৲ ৭নং লাট মৌজে যজ্ঞেশ্বরপুর ৮/২৷০ কাত ৬।৵৬ আঃ ১০০৲

—০—

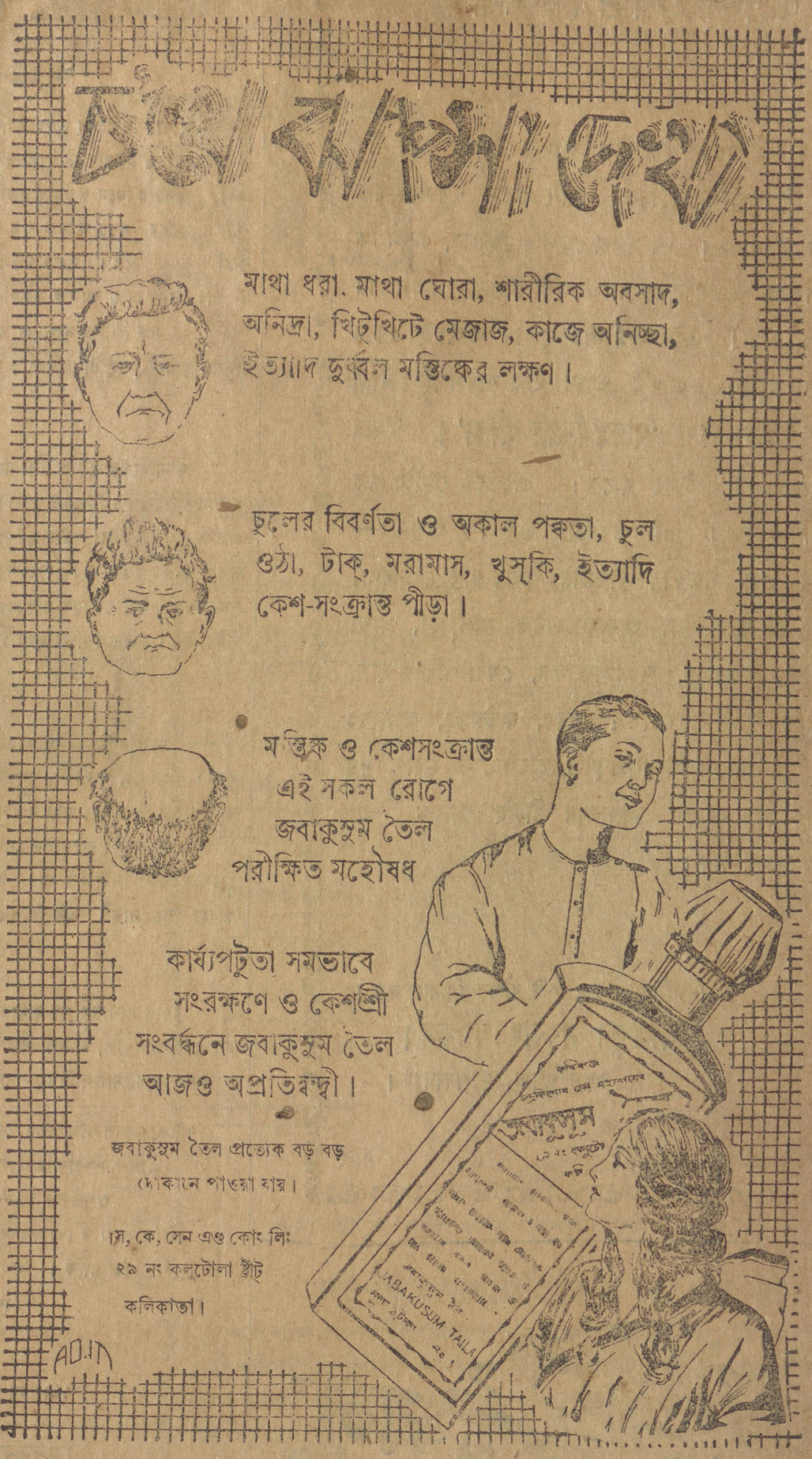

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দরিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—
মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।
পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

প্রশংসার বিষয়

এই যে ৪৬ বৎসরের উর্দ্ধকাল আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীর স্থায়ীত্ব। এই ফার্ম্মাসী ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিয়াছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায়, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও ব্রাঞ্চ বা এজেন্ট রাখিয়া সাধারণের উপকার করিতেছে। এই ফার্ম্মাসীর কোন ঔষধেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। একটী ঔষধ শুদ্ধ গাছগাছড়া দ্বারা তৈয়ারী। উহার নাম **'আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা'।** উহার এক কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে। প্রত্যেক কৌটা এক টাকায় বিক্রীত হয়। এই ঔষধটীর গুণ কি শুনুনঃ— ইহা সেবনে শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধা শক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের রোগ ; প্রদর, কষ্টরজঃ, স্বপ্নরজঃ প্রভৃতি জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ দূর হয়। কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীতে পাওয়া যায়।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমস্যত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৴০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১।৴০ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।